দৈনিক খবর

তারিখ 19 NOV 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস জাতির জন্য ১০নং মহাবিপদ সংকতে

——আবদুর রহমান চৌধুরী

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস জাতির জন্য ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত। এই সংকেত মোকাবেলার জন্য সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

শেষ পৃষ্ঠায় ৭ম কলামে

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তিনি গতকাল সোমবার বিকেলে গুলিস্তান-নবাবপুর রোড মোড়ে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী স্মরণে জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা) আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তৃতা করছিলেন। তিনি বলেন, জাতির ভবিষ্যৎ, নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যৎ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু সেখানে আজ শুধু সন্ত্রাস। আরো চাই না দেশে আবার নৈরাজ্য ফিরে আসুক, আমরা চাই না আমাদের ছেলেমেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাশ হয়ে আসুক। তিনি বলেন, সন্ত্রাস নির্মূল করার জন্য সরকার ও বিরোধী দল উভয়ের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা প্রয়োজন। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারলাম। কিন্তু সন্ত্রাস নির্মূলে কেন ঐক্যবদ্ধ হতে পারব না? তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, আমরা নতুন প্রজন্মের জন্য দুর্নীতি, নৈরাজ্য আর হতাশা ছাড়া কিছুই রেখে যেতে পারছি

তিনি বলেন, দেশে একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়েছে। কিন্তু মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই জন্য মানুষ ভোট দিয়ে কাউকে ক্ষমতায় বসায়নি।

মওলানা ভাসানীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, ভাসানী মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছেন। এজন্য তাঁকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। আজ তাঁর মত নেতার খুব প্রয়োজন।

জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় নূরুল হক চৌধুরী মেহেদী, অধ্যক্ষ সিরাজুল হক গোরা, রুহুল আমিন খান, ওয়াজিদুজ্জামান, রেজাবদ্দৌলা, নূর মোহাম্মদ কাজী, কবিরুল ইসলাম কাঞ্চন ও খন্দকার লুৎফর রহমান বক্তৃতা করেন।

রুহুল আমিন খান বলেন, মওলানা ভাসানী অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে তথাকথিত শান্তি বাহিনী নিরীহ মানুষকে হত্যা করছে। আঙ্গরপোতা দহগ্রামের মানুষ দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছে। এই সময়ে মওলানা ভাসানীর কথা আমাদের মনে পড়ে।

শফিউল আলম প্রধান বলেন, মওলানা ভাসানী শোষিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের জন্য লড়াই করেছেন। অথচ তাঁকে নিয়ে সরকার রাজনীতি করছে, তাঁর মাজারে ফুল দিতে গেলে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রীর আগে কেউ ফুল দিতে পারবে না। তাঁর স্মরণে সভা করতে গেলে মঞ্চ করতে গণতন্ত্রের জন্য আমরা ৯ বছর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করিনি।